মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন:

ক্র: নং	প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/বিষয়) তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতি সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের বিদ্যালয়ে আনয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা করা ১৬/১১/২০১১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	• বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের বিদ্যালয়ে আনয়নের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষক, এসএমসি ও নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে পিইডিপি৪ এর অধীনে ৬০টি কর্মশালার আয়োজনের লক্ষ্য মাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৭ টি কর্মশালার আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। আগামী জুন/২০২৩ এর মধ্যে বাকী ১৩টি (২৫%) কর্মশালা সম্পন্ন করা হবে।	৭৫% (এডিপি সভার তথ্য অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি)		
২	ক্যাচমেন্ট ম্যাপ অনুযায়ী হোম ভিজিট করার কার্যক্রম গ্রহণ ১৬/১১/২০১১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	• হোমভিজিটের জন্য পরিমার্জিত চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী নিয়মিত হোমভিজিট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মার্চ/২০২৩ মাসে ৮টি বিভাগের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের হোম ভিজিটের সংখ্যা ৩,৪৬,৬২৪টি । • পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের আওতায় প্রতি বছর শিশুদের ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় এপিএসসি-২০২১ সালে বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। এই শুমারি অনুযায়ী শিশু ভর্তির শতকরা হার ৯৭.৪২। এবছর ১০০ ভাগ শিশু ভর্তি কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ তৎপর রয়েছেন।	১০০%		
৩	স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণে বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ১৬/১১/২০১১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	• বিদ্যালয় পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে SLIP (School Level Improvement Plan) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে SLIP খাতে সারা দেশের প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যার ভিত্তিতে বাৎসরিক ৫০,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। • উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তাগণ মার্চ ২০২৩ মাসে ২১,৮৭৬টি বিদ্যালয় পরিদর্শনসহ (অনলাইন) বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন মনিটরিং করেছেন।	১০০%		
৪	দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালুকরণ। ১৬/১১/২০১১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	• দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য বই ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। • ৪+ বয়সী শিশুদের জন্য দুই বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। গত ২২/০৬/২০২২ তারিখে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির	১০০%		

ক্র: নং	প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/বিষয়) তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতি সংখ্যা	মন্তব্য
		জন্য প্রণীত কারিকুলাম এনসিসি কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ হতে ৪+ শিশুদের জন্য ২ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পাইলটিং আকারে নির্বাচিত ৩,২১৪টি বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে।			
৫	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ এবং অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ। ১৬/১১/২০১১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিকসহ সহকারী শিক্ষককের ৩৭,৫৭৪টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। গত ২২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে নিয়োগকৃত শিক্ষকগণ যোগদান করেছেন। ২০১০ থেকে জানুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ১,১৭,২৩৮ টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৮ সাল থেকে ৩টি প্রকল্পের (পিইডিপি৪, চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এবং চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প) আওতায় ৬৩,০৪৭টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে এপিএসসি ২০২১ এর রিপোর্ট অনুযায়ী সারাদেশে ২৪,৭০৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য পৃথক শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। আরও ১৩১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৃথক শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন। অবশিষ্ট প্রাক-প্রাথমিকের জন্য পৃথক কক্ষ নির্মাণের কাজ পিইডিপি৪ এর আওতায় চলমান রয়েছে।	--		নির্বাচিত ৩৭,৫৭৪ টি পদের মধ্যে ৩৫,০১৭ জন যোগদান করেছেন। ২,৫৫৭ জন যোগদান করেননি।
৬	সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের আওতায় জনসচেতনতা সৃষ্টি ১৬/১১/২০১১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রতিটি বিদ্যালয়ে বছরে কমপক্ষে ৩ বার মা সমাবেশ হয়ে থাকে। এছাড়া উঠান বৈঠক এবং শিক্ষক-অভিভাবক সভাসহ এসএমসি সভায় সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের আওতায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের আওতায় জনসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মার্চ ২০২৩ মাসের মা সমাবেশের সংখ্যা ৫৭,৭৬০টি।		বাস্তবায়িত	
৭	শিশুদের ১০০ ভাগ ভর্তি কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ১৬/১১/২০১১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	শিশুদের ১০০ ভাগ ভর্তি কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ২০২১ এপিএসসি অনুযায়ী ভর্তির হার ৯৭.৪২ চলমান পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জেলা ও উপজেলাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।		বাস্তবায়িত	
৮	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের শ্রেণিকক্ষে প্রেরণের প্রস্তুতি হিসেবে শিশু থেকে শিশুর শেখা কার্যক্রম চালু করা ১৬/১১/২০১১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শিশুকেন্দ্রিক ও সকল শিশুকে সক্রিয় রেখে শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি সজ্জিতকরণ এবং উপকরণ ক্রয়ের জন্য প্রতি বছর প্রতি বিদ্যালয়ে ১০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে।		বাস্তবায়িত	

ক্র: নং	প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/বিষয়) তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতি সংখ্যা	মন্তব্য
৯	সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র, উপজাতীয় এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধি ও শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্ভাবনী অনুদান প্রদান ১৬/১১/২০১১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পাঠদান চালিয়ে যাওয়ার নিমিত্ত ২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে প্রতিবছর চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের Assistive Device (হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, চশমা, শ্রবণ যন্ত্র ইত্যাদি) বিতরণ করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ের চাহিদার ভিত্তিতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে হুইল চেয়ার ৩,২০৫ জনকে, চশমা/সাদাছড়ি ৩,৬৯৪ জনকে, শ্রবণযন্ত্র ২,৭৫৬ জনকে ও ক্র্যাচ ৮৫৩ জনকে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোন বরাদ্দ দেয়া হয়নি। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	৯৭.৫৩%	বাস্তবায়িত	
১০	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন পিটিআই এর সাংগঠনিক কাঠোমোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল পদায়ন এবং জনবলের পদমর্যাদা উন্নীতকরণ ০৬/০৫/২০১০ বরগুনা জেলা	**জনবল পদায়ন:** পিটিআই এর সাংগঠনিক কাঠোমোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল পদায়নের জন্য ইতোমধ্যে পিটিআই ইন্সট্রাক্টর কৃষি-৩৪, চারু ও কারুকলা-২৫ ও বিজ্ঞান-২৪ এবং শারীরিক শিক্ষা-১৩ পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। **পদ সৃজন**: ২১/০৭/২০২০ তারিখের ৬৩৫ নং স্মারকে রাজস্বখাতে ৬৬টি পিটিআই এর জন্য সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদ অস্থায়ী ভাবে সৃজন করা হয়েছে এবং ৬৬টি পিটিআই এর জন্য সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে পদায়ন করা হয়েছে। **পদোন্নতি:** ২০২০ থেকে নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ১৬১ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টরকে সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে এবং ৬৫ জন সহকারী সুপারিনটেনডেন্টকে সুপার পদে ২০১৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। **পদোন্নতি:** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের ৩৮.০০.০০০০. ০০১.১২.০৪২.১৬.৪৮৩ সংখ্যক স্মারকে ২৩ জন পিটিআই সহকারী সুপারিনটেনডেন্টকে সুপারিনটেনডেন্ট-এর চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। **জনবলের পদমর্যাদা উন্নীতকরণ**: পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, ডিপিইও এবং এডিপিইও এর বেতন স্কেল উন্নীতকরণের প্রস্তাব বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার রেকর্ডনোটে কতিপয় তথ্যাদিসহ একটি ধারণাপত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তথ্যাদিসহ ধারণাপত্র প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চাহিত তথ্যাদি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৬৭টি পিটিআইয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৬ষ্ঠ গ্রেডে ৫৩৬টি সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর পদ সৃজনের প্রস্তাব নির্দেশনা মতে যাচাই বাছাই করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে পুন:প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য বলা হয়েছে।		বাস্তবায়নাধীন	

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/বিষয়/ তারিখ ও স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৭
১	বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন। ১৬/১১/২০১৬ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১,৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ১,৪৯৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। মামলা থাকায় অবশিষ্ট ৫টি বিদ্যালয় না করার বিষয়ে প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। "বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১০০০ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের জন্য বিদ্যালয়ের তালিকা যাচাই-বাছাই এর কার্যক্রম চলমান আছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি করার লক্ষ্যে TAPP (Technical Assistance Project Proposal) প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।	১০০%	বাস্তবায়িত	
২	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধকল্পে Mid Day Meal চালু করার ব্যাপারে সরকারের পাশাপশি সমাজের বিত্তবানদের আর্থিক সহায়তার একটি ফান্ড তৈরি করতে হবে এবং স্কুল কমিটিকে সম্পৃক্ত করে Mid Day Meal চালু করতে হবে। ১৯/১০/২০১৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধকল্পে মিড-ডে মিল কার্যক্রম চালু করার উদ্দেশ্যে স্ব-উদ্যোগে বাড়ি থেকে শিশুদের খাবার প্রদানের বিষয়ে অভিভাবকগণকে উদ্বুদ্ধ করে ২০১৬ সালের দিকে টিফিনবক্সে খাবার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১০ সালে চালু হয়ে জুন ২০২২- এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি দেশের ১০৪টি উপজেলায় চালু ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের পুষ্টি ঘাটতি পূরণ, বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি, নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, ঝরে পড়া রোধ, যথাসময়ে শিক্ষাচক্র সমাপ্তকরণ ইত্যাদি দিক বিবেচনায় নিয়ে দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছ। নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।		বাস্তবায়িত	
৩	বছরের প্রথমদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের হাতে রঙিন বই তুলে দেয়া সরকারের সাফল্য। আগামীতে বাচ্চাদের হাতে Digital Device দেয়া হবে। ১৯/১০/২০১৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের ১ম দিনে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে শিশুদের নতুন বই বিতরণের মাধ্যমে বই বিতরণের উৎসব পালন করা হয়। ● ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য সর্বমোট ৯ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮ হাজার ২৪৫টি বই বিতরণ করা হয়েছে। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডিজিটালকরণ প্রকল্পের আওতায় দুর্গম এলাকায় ৮৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৫৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে ট্যাব প্রদান করা হয়েছে।		বাস্তবায়নাধীন	
৪	বিদ্যালয়ের Building	বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের ডিজাইনে ক্রস ভেন্টিলেশন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং	**ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি:**	বাস্তবায়িত	

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/বিষয়/ তারিখ ও স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা	মন্তব্য
	Design এ Cross ventilation থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে ঘরের ছাদ চালু করে Cyclone Center cum School নির্মাণে একটি ষ্টোর রুম রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯/১০/২০১৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	ডিজাইন অনুযায়ী ভবন নির্মিত হচ্ছে। কোস্টাল এরিয়ায় স্কুল কাম সাইক্লোন সেন্টারে স্টোর রুমের ব্যবস্থা রয়েছে। চলমান ৩টি প্রকল্পে ১২,৭৬৬টি বিদ্যালয়ে (৫৫,৭৪৮টি কক্ষ) নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৫,১০৪টি বিদ্যালয়ের (২১,৮২০ টি কক্ষ) নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নির্মিত/ নির্মাণাধীন বিদ্যালয়ে **Cross Ventilation** এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পিইডিপি৪ এ ডিপিপি'তে শ্রেণিকক্ষের ইউনিট ব্যয় চলমান একক দর হতে অধিক হওয়ায় ষ্টোর নির্মাণ করা যাচ্ছে না। **NBIDGPS & NBIDNNGPS** প্রকল্পে ১৬৩টি বিদ্যালয়ে ষ্টোর রুম এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	পিইডিপি৪: ৩০%, এনবিআইডিজিপিএস: ৭৪%, এনবিআইডিএনএনজিপিএস: ৯৬%		
৫	'সবার জন্য শিক্ষা' লক্ষ্য অর্জনের সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি ও ছাত্রদেরও সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ১৯/১০/২০১৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা' এর লক্ষ্য অর্জনে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধি, অভিভাবক ও ছাত্রদের সম্পৃক্ত করে বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ) কার্যক্রমের মাধ্যমে উক্ত প্রতিনিধিত্ব এবং সম্পৃক্ততা জোরদার করা হয়েছে। বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপে তাদের অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়াও, এসএমসি, পিটিএ এবং স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।		বাস্তবায়িত	
৬	শিক্ষকদের গুণগত মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান, ইংরেজি শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ এবং বিদ্যমান কর্মকমিশনের আওতায় শুধু শিক্ষক নিয়োগের পৃথক কমিশন ও এ ব্যাপারে জটিলতা এড়াতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। ১৯/১০/২০১৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি শিক্ষাবর্ষে সিএনএড (সিইনএড প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১৯৮১ সাল থেকে শুরু হয়ে ডিসেম্বর ২০২২-এ সমাপ্ত হয়) এবং ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারী এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জানুয়ারি ২০২২ জুন ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ডিপিএড প্রশিক্ষণে ১১,২০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণরত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষকদের গুণগত মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন (ডিপিএড) ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পিইডিপি৪ এর আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ডিপিএড কারিকুলাম পরিমার্জন ও ডিজাইনিং শীর্ষক ০৩ ব্যাচ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে 'ডিপিএড প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন (প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম)' কমিটির ০২ এবং 'পরিমার্জিত প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম এর ড্রাফট উপস্থাপন, চূড়ান্ত এবং অধিবেশন লিখন নির্দেশনা সংক্রান্ত মোট ০৬টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে ১ ব্যাচ কোর ট্রেইনার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।		বাস্তবায়নাধীন	

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/বিষয়/ তারিখ ও স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা	মন্তব্য
		প্রথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গুণগত মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিষয়ভিত্তিকসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ● বিষয়ভিত্তিক (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, সংগীত এবং শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মার্কিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রধান শিক্ষককে লিডারশীপ প্রশিক্ষণ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, নতুন নিয়োগকৃতদের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ, গণিত অলিম্পিয়াড ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ● পিইডিপি৪ এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে শিক্ষকদের বাংলা, ইংরেজি এবং গণিতসহ অন্যান্য বিষয়ে মোট ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৩০ জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নব নির্বাচিত সহকারি শিক্ষকগণকে ইনডাকশন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কার্যক্রম চলমান। ● শিক্ষকদের ইংরেজি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০২০ জন মাষ্টার ট্রেইনার তৈরির কাজ বৃটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে টিএমটিই (Training of Master Trainers in English বিগত ৩১ জানুয়ারি ২০২১ হতে চালু রয়েছে। প্রথম কোহট, ২য় কোহট, ৩য় কোহট, ৪র্থ কোহট এবং ৫ম কোহটে মোট ১,৭২৩ জন মাষ্টার ট্রেইনারের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। মাষ্টাস ট্রেইনার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষক দ্বারা ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৪১২টি উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারে ১,১৯৫টি ব্যাচে ৩৫ হাজার ৮ শত ৫০ জন শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক (ইংরেজি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এর প্রথম সপ্তাহে বিষয়ভিত্তিক ইংরেজি এর শিক্ষক প্রশিক্ষণ মাঠ পর্যায়ে শুরু হয়েছে। ● ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলা বিষয়ভিত্তিক ২০২০ জনকে মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ম্যানুয়াল প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ম্যানুয়াল অনুমোদনের পর পরই প্রশিক্ষণ শুরু করা হবে। জানুয়ারি ২০২৩ মাসে কোর ট্রেইনার বিষয়ে ২৯ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১৩ পিটিআই এ ০৩ ব্যাচ করে ৩৯ ব্যাচ মাস্টার ট্রেইনার (১.০৩৮ জন) করে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ● পিইডিপি৪ এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬,৪৬৫ জন প্রধান শিক্ষককে লিডারশীপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ জনিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে লিডারশীপ ম্যানুয়ালের ভেলিডেশন			

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/বিষয়/ তারিখ ও স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা	মন্তব্য
		সম্পন্ন ও চূড়ান্তকরণ কার্যক্রম চলমান । ● পিইডিপি৪ এর আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল ব্যবহার করে মাঠপর্যায়ে প্রাথমিক গণিত বিষয়ক ২,৫২৫ ব্যাচ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষনার্থী হিসাবে ৭৫,৫১০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল ব্যবহার করে গণিত বিষয়ে ২,০০০ ব্যাচে ৬০,০০০ জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ● পিইডিপি৪ এর আওতায় ৯৬০ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে একাডেমিক সুপারভিশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নব নিয়োগপ্রাপ্ত এইউইওগণের ০১ ব্যাচ প্রশিক্ষণ আয়োজনের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। মে ২০২৩ এর ১ম সপ্তাহে ঢাকা পিটিআইতে প্রশিক্ষণ শুরু হবে। ● পিইডিপি-৩ ও পিইডিপি৪ এর আওতায় এ পর্যন্ত ১,০৫,৭৫৫ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার সাতশত পঞ্চান্ন) জন শিক্ষক এবং ৮০০ জন কর্মকর্তাকে আইসিটি ইন এডুকেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শুধু পিইডিপি৪ এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছর ৩০,৮০৫ জন শিক্ষককে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে কোভিড ১৯ এর কারণে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ম্যানুয়াল পরিমার্জন এবং ম্যানুয়াল ডিসেমিনেশনের প্রস্তুতিমূলক কাজ চলমান। ● ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নব নির্বাচিত সহকারি শিক্ষকগণের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ ৪৩৪ ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন) ১০,৪৫০ জন শিক্ষককে ২৯১টি ভেন্যুতে (ইউআরসি/ টিআরসি) ২৯/০৩/২০২৩ তারিখ মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ● শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পিইডিপি৪ এর আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৮২২ জন কর্মকর্তা ও শিক্ষক (১ বছর মেয়াদী মাস্টার্সে ০৯ জন; ৭ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফরে-৮১৩ জন) অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও ইনোভেশনের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২৬ জন শিক্ষক কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন। একটি উন্নত জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হলো শিক্ষিত জাতি। তাই শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ❖ বিদ্যমান কর্মকমিশনের আওতায় শুধু শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক কমিশন গঠন ও এ ব্যাপারে জটিলতা এড়াতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।			
৭	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষদের বেতন বৈষম্যের বিষয়টি সমাধানে	জাতীয় পে-স্কেল ২০১৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে ০৯-০৩-১৪ তারিখ থেকে প্রধান শিক্ষক পদটি ২য় শ্রেণিতে উন্নীতকরণসহ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেল গ্রেড-১১ এবং প্রশিক্ষণ		বাস্তবায়িত	

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/বিষয়/ তারিখ ও স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা	মন্তব্য
	পে কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং সচিবালয়ে স্থাপিত Day care center এ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১৯/১০/২০১৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	বিহীন গ্রেড-১২ এ উন্নীতকরণ করা হয়েছে। সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল ১৩তম গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সচিবালয়ে ডে-কেয়ার সেন্টার এ প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালু করা হয়েছে।			
৮	শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নে স্কুলে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, চরাঞ্চল ও দ্বীপাঞ্চলে স্কুল নির্মাণে এলাকার ভৌগলিক অবস্থান বুঝে ডিজাইন করা এবং প্রয়োজনে ঐসব এলাকায় আবাসিক স্কুল নির্মাণ করতে হবে। ১৯/১০/২০১৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নে বিদ্যালয় পর্যায়ে সংস্কৃতিচর্চা বৃদ্ধির জন্য সারাদেশে বিদ্যালয়, উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিবছর “বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট” এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট” অনুষ্ঠিত হয়। সহশিক্ষাক্রম কার্যাবলির অংশ হিসেবে প্রতি শ্রেণিতে নিয়মিত সংগীত এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ে পাঠদান করা হয়। দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাবদল গঠন, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবায় সচেতন করে তোলার জন্য ক্ষুদে ডাক্তার দল গঠন করা হয়েছে, নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কাউন্সিল গঠন, শিক্ষার্থীদের নৈতিক গুণাবলি বিকাশের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে সততা স্টোর চালু করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম, চরাঞ্চল ও দ্বীপাঞ্চলে ভৌগোলিক অবস্থান বুঝে স্কুল ডিজাইন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয়তার নিরিখে শিফটেবল বিদ্যালয়ও স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে তিনটি পার্বত্য জেলায় মোট ১৯টি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি হোস্টেল চালু রয়েছে। শিশুদের শারীরিক, মানসিক উন্নয়নে এবং স্কুলে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় রাখার লক্ষ্যে সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) পদে ২৫৮৩ ও সহকারী শিক্ষক (সঙ্গীত) পদে ২৫৮৩টি সহ সর্বমোট ৫,১৬৬টি পদ সৃজনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে।		বাস্তবায়িত	
৯	যারা স্কুলে সময় দিতে পারে না তারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় শিক্ষা গ্রহণে নিয়োজিত হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট			

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/বিষয়/ তারিখ ও স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা	মন্তব্য
	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদানে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।				
১০	যে সমস্ত বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়নি সেখানে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন এবং Coastal area তে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং Community Health Care এর অনুরূপ স্বাস্থ্য বিষয়ক মৌলিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯/১০২০১৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) এর মাধ্যমে বিদ্যুৎবিহীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগের কার্যক্রম চলমান আছে। সারাদেশে বিদ্যুৎ সংযোগ নাই এমন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২,৬৭৯টি। এরমধ্যে এ পর্যন্ত মোট ১,৪১৭টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১,২৬২টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য পিইডিপি-৩ এর আওতায় ইতোমধ্যে প্রায় ৯০,০০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে School Health বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ডি-ওয়ার্মিং ট্যাবলেট ও ভিটামিন এ ক্যাপসুল বছরে ২ বার খাওয়ানোর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।		বাস্তবায়নাধীন	
১১	প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম স্থাপন করে পরীক্ষার হল হিসেবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯/১০/২০১৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা না থাকায় মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম স্থাপনের আবশ্যকতা নেই ।			
১২	শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে মসজিদ ভিত্তিক আরবী শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে এবং বর্তমান শিক্ষানীতি অনুযায়ী ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে গণ্য করতে হবে। ১৯/১০/২০১৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পাঠদানের অনুমতি/ একাডেমিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত ৭২৯টি বিদ্যালয়ে পূর্বের ন্যায় ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।			

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/বিষয়/ তারিখ ও স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা	মন্তব্য
১৩	নাগরিক সেবার মনোভাব গড়ে ওঠার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে হবে। ১৯/১০/২০১৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শ্রেণি ক্যাপ্টেন, স্টুডেন্ট কাউন্সিল, কাব স্কাউট এর সহায়তায় প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা শিক্ষার্থীরা নিজেরা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে। এ কার্যক্রমটি সরাবছর পরিচালিত হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধীরে ধীরে দায়িত্ববোধ ও সেবামূলক মনোভাব গড়ে উঠছে। এছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়নে বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে পাঠদান করা হচ্ছে যা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পলন করবে।		বাস্তবায়িত	
১৪	শিশু শিক্ষা জরিপ ২০১০ সম্পন্ন করা। ১৯/১০/২০১৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	শিশু শিক্ষা জরিপ ২০১০ সালে সম্পন্ন হয়েছিল কিন্তু সেটি প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ হয়নি। প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (এপিএসসি) সম্পন্ন হয়। বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি-২০২১ এর প্রতিবেদন প্রণয়ন করে ডিপিই এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের “প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প” এর মাধ্যমে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ইউনিক আইডি প্রদান করা হবে যার মধ্যে শিক্ষার্থীদের সকল তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকবে। সকল শিক্ষার্থীদের ইউনিক আইডি প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের “প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প”টি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ এ শেষ হবে।		বাস্তবায়িত	
১৫	শিশু শিক্ষা জরিপের মাধ্যমে ক্যাচমেন্ট ম্যাপ তৈরী করা। ১৯/১০/২০১৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সকল বিদ্যালয়ে ক্যাচমেন্ট এলাকার ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।		বাস্তবায়িত	
১৬	শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা ও শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে প্রতিমাসে ৪৮ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি (মাসে ১০০/১২৫) প্রদান । বি:দ্র: বর্তমানে রাজস্ব খাতে পরিচালন বাজেটের আওতায়	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প-৩য় পর্যায় (২য় সংশোধনী) প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২১ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১ জুলাই/২০২১ হতে রাজস্বখাতের আওতায় একটি স্বতন্ত্র ‘উপবৃত্তি বিভাগ’ এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমটি চলমান রয়েছে। PESP MIS সফটওয়্যারের ২০২১-২২ অর্থবছরে এন্টিকৃত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৪০ জন। এর মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮১৯ জন সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী অভিভাবকের মোবাইল একাউন্টে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমটি চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ ১০ এপ্রিল ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্নপূর্বক এপ্রিল			

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/বিষয়/ তারিখ ও স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা	মন্তব্য
	অনুমোদিত মোট সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৬/১১/২০১১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২০২৩ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের উপবৃত্তি অর্থ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে।			